অর্থ বর্ণ-বিবর্ণ আন্দোলন কথা

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

দৈনিক সংবাদ - পত্রিকা 'বসুন্ধরা'র মালিক নবকান্ত বসুর ছোটছেলে দিব্যকান্তিকে 'যাচ্ছি স্যার' বলে রাত দশটায় ডিউটি শেষে ছাপাখানা বিভাগের মজদুর মলয় রায় বাড়ি যাবার মুখে পেছনের ডাকে থমকে দাঁড়াতেই দিব্যকান্তি বসুর শান্ত, অথচ কঠিন কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, 'এক গ্লাস জল দিয়ে যা।' মলয়ও শান্ত, অথচ নির্বিকার গলায় উত্তর দেয় 'ওটা আমার কাজ নয় স্যার। রাম বাহাদুরকে বলুন, ওটা ওর কাজ। আমি যাচ্ছি। জানেন তো আমার ছেলে অসুস্থ। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আপনি তো আমাকে একঘন্টা আগেও ছুটি দিলেন না।' এবার দিব্যকান্তি কর্কশ হয়। চোয়াল শক্ত করে বলে, 'না, জল না দিয়ে যেতে পারবি না। কোনটা কার কাজ সেটা তোর কাছ থেকেশুনবো না। আমাদের এখানে কাজ করতে হলে, তোকে সব কাজই করতে হবে। মনে রাখিস্ কথাটা। যা, ওখানে ফিল্টার রাখা আছে, গ্লাস রাখা আছে, এক গ্লাস জল নিয়ে আয়। তারপর যাবি।'

এবার শু হয় তর্ক বিতর্ক। তক-বিতর্ক ছাপাখানায় ছড়িয়ে পড়ে। ছাপাখানা থেকে অণ্যান্য বিভাগে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ইউনিয়ন সম্পাদক মিশ্রজি চলে আসে। মলয়ের পাশে দাঁড়ায়। দিব্যকান্তির জেদ বাড়তে থাকে। অবশেষে মিশ্রজি নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়, 'কাজ বান্ধ'। চলমান মেশিন বন্ধ হয়ে যায়। মলয় বাড়ি চলে যায়। মালিকের পুত্রের একরোখামির কথা অন্যান্য বিভাগেও ছড়িয়ে পড়ে। কাজ বন্ধকরে দেয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা। দুএকবার স্লোগান বেরিয়ে আসে "মালিকের স্বেচ্ছাচার চলবে না। দুনিয়ার মজদুর এক হও।" এক ঘন্টা সময় দ্রুত চলে যায়! দৈনিক কাগজের ছাপা অচল করে দেয় মজদুরেরা। দিব্যকান্তির বিরুদ্ধে স্লোগান একটার পর একটা খোলা দরজা জানলা পেরিয়ে বিশাল সংবাদপত্র অফিসের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

অবশেষে মালিক নবকান্ত বসু পুত্রকে নির্দেশ পাঠায়, 'ধর্মঘট তুলে নিতে বলো। শ্রমিকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করো। জল পাঠিয়ে দিলাম।' এর ফলে তাৎক্ষণিক ধর্মঘট উঠে গেল।

এই ঘটনার ত্রিশ বছর পর স্বর্গীয় মালিকের নাতি, দিব্যকান্ত বসুর পুত্র অমিতাভ বসু ঠিক রাত দশটায় মেশিন ডিপার্টমেন্টের রতনের কাছে একগ্লাস জল চাইল। রতনের ডিউটি শেষ। তবুও বিধবা মায়ের অসুস্থতার কথা ভেবেও রতন একোয়াগার্ড থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে এসে অমিতাভ বসুর দিকে হাত বাড়িয়ে বিনীত কণ্ঠস্বর বলে, 'এই নিন স্যার।' অমিতাভ বসু পার্স থেকে দশটাকার একটি নোট বের করে বলে, 'তোমার মা অসুস্থ। ধরো।'

রতন রায়, মলয় রায়ের তৃতীয় সন্তান, এক কণা দ্বিধা-সঙ্কোচ না করে টাকটা ধরে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com